জয়া'র সিডনি সফর

আতিক রহমান

জয়া আহসান বাংলাদেশের নূতন প্রজন্মের প্রথম সারির একজন অভিনেত্রী। ইতিমধ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ দেশে বিদেশে প্রচুর স্বীকৃতি পেয়েছেন। জয়া'র অভিনীত টিভি সিরিয়াল, নাটক, ছায়াছবি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে দারুণ জনপ্রিয়। তার অভিনীত গেরিলা ও চোরাবালিসহ বেশ ক'টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি দেশে বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। তার সুনিপুণ অভিনয় দক্ষতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গত ২০১১'এ ফ্রান্সের 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে বহুমাত্রিক অভিনয় শিল্পী হিসেবে জয়া'ই প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। 'কান' চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের মধ্য দিয়ে জয়া'র অভিনয় দক্ষতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে।

হলিউড-স্টার জিন ক্লডই ভ্যান ডেমি'র সাথে

ভারতীয় বাংলা চলচ্চিত্রে'র প্রসেনজিৎ ও রাইমা সেনের সাথে

জয়া আহসান সম্প্রতি সিডনি এসেছিলেন দুটো উদ্দেশ্যে; পরবর্তী ছবি 'জিরো-ডিগ্রী'র শুটিং এবং সিডনিস্থ টেম্পি'র তারকা মেলায় যোগ দান। এটাই ছিল তার প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর। জয়া সিডনি'র প্রথিতযশা কবি ও ছড়াকার হায়াত মাহমুদ'র আত্মীয়। বন্ধু-প্রতিম হায়াত মাহমুদের আমন্ত্রণেই গত ১৬ই নভে: ২০১৩ ওনার বাসায় জয়া আহসানের সাথে আমার পরিচয় এবং আলাপ। আলাপচারিতায় জানালাম সিডনি'তে জয়া আহসান'র প্রচুর ভক্ত, উনার উপর একটা ছোটখাটো ফিচার প্রকাশ হলে তারা নিশ্চয়ই খুশী হবেন। বেশ হাসিখুশি প্রাণবন্ত জয়া আহসান-এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আর এভাবেই জেনে গেলাম জয়া আহসান সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য।

সিডনি'তে জয়া'র সাথে লেখকের পরিবার

জয়া'দের গ্রামের বাড়ী ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে। তবে ঢাকায়ই জয়া'দের জন্ম এবং বেড়ে উঠা। তিন ভাই বোনের মধ্যে জয়া সবার বড়। বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, বছর দু'ই আগে সবাইকে রেখে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। মা আর ভাইবোন মিলে ইস্কাটনে জয়া'দের বসবাস। জয়া ইডেন থেকে ম্যানেজমেন্টে অনার্স এবং মাস্টার্স। পড়াশুনা শেষ করে

প্রখ্যাত পরিচালক মহেশ ভাঁটের সাথে

চাকুরী করবেন এটা কখনোই ভাবেননি, অকপটে বলে ফেললেন "নয়টা পাঁচটা তার দ্বারা হবে না; আবার ছবি'র জগতে আসবেন সেটাও তিনি কখনো ভাবেননি"। তবে ছোটবেলা থেকেই নাচ গান পছন্দ করতেন, ছিলেন স্টেজ ফ্রি। ১৯৯৮'র এমনই এক নাচগানের অনুষ্ঠানে জয়া নজর কাড়েন বাংলাদেশের নাট্য জগতের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত গোলাম মোস্তফা'র। যিনি ছিলেন বাংলা নাট্য শিল্পের আর এক কিংবদন্তী অভিনয়শিল্পী অভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তাফা'র বাবা। সেই ১৯৯৮ সালে গোলাম মোস্তফা'র হাত ধরেই জয়া'র অভিনয় জগতে আসা। সেই থেকে জয়া এক যুগের ওপরে বাংলা নাটক, টিভি সিরিয়াল, মডেলিং এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। নূতন প্রজন্মের নামকরা পরিচালক মোস্তফা ফারুকি, মাহফুজ, অনিমেষ আইচ'র সাথে জয়া একের পর এক কাজ করে যাচ্ছেন। তার আগামী ছবি "জিরো-ডিগ্রি" খুব সহসাই বাংলাদেশ সিডনিসহ দেশে বিদেশে একযোগে মুক্তি পাওয়ার অপেক্ষায়।

অভিনয় শিল্পীদের রাজনীতি'র মধ্যে না থাকাই শ্রেয়- এটা জয়া'র অভিমত। তবুও দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি'র উপর আলোকপাত করতে গিয়ে জয়া চরম হতাশা ব্যক্ত করছেন। বলেছেন, তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, বাবার মুখে মুক্তিযুদ্ধের অনেক বীরত্ব গাঁথা শুনেছেন। সে অবশ্যই মুক্তি যুদ্ধের চেতনার পক্ষের শক্তির সাথে আছেন এবং থাকবেন।